সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস পুস্তকের লিঙ্গভিত্তিক সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

সৌমিতা দাস[১] এবং সাগ্নিকা সাহ[২]

বি.এড. বিভাগ

বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া

৫/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১১১০১, ভারত

[১]soumitadas2608@gmail.com [২]sagnikasahoo1@gmail.com

সারসংক্ষেপ

গবেষণাপত্র টিতে সপ্তম শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক এর লিঙ্গভিত্তিক সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে গোটা পাঠ্যপুস্তকে লিঙ্গ বৈষম্য বিষয়টিকে। পাঠ্যপুস্তকটিতে বিষয়বস্তুগত দিক থেকেই হোক কিংবা চিত্রের দিক থেকেই হোক কিংবা অনুশীলনীর দিক থেকেই হোক না কেন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সমাজে পুরুষের প্রাধান্য কে অত্যধিক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মুঘল আমল সুলতানি আমলে পুরুষদের প্রতিপত্তি তাদের আধিপত্য বিস্তার তাদের দায়-দায়িত্ব এবং সমাজে তাদের প্রতিপত্তি কথা অত্যধিক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পুস্তক টির কিছু ক্ষেত্রে নারীর বর্ণনা পাওয়া গেছে কিন্তু সেটি খুবই অল্প পরিমাণে। যতটুকু পরিমাণে নারীর বর্ণনা পাওয়া গেছে তারমধ্যে একদিকে যেমন সুলতানি আমলে সুলতানা রাজিয়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে তার বীরত্বের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে তেমনি অন্যদিকে সমাজে নারীস্থান কীরকম ছিল তা নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে যে সমস্ত চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে বেশির ভাগই পুরুষ চিত্র, নারী চিত্র খুবই কম আছে। আর যেহেতু অধ্যায়গুলি কেউ নারীর তুলনায় পুরুষ চরিত্রের কথা বেশি উল্লেখ করা হয়েছে সেই কারণে অধ্যায়টির অনুশীলনীগুলিতেও পুরুষ চরিত্রের ওপর নির্ভর করেই প্রশ্ন তৈরি করা হয়েছে। এক কথায় বলা যেতে পারে পাঠ্যপুস্তকটি লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট।

সূচক শব্দ : লিঙ্গ বৈষম্য, লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব।

ক. ভূমিকা

সমাজ নিরপেক্ষ শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হিসেবে পাঠ্যপুস্তক যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যপুস্তক জ্ঞান সঞ্চালন ও শিখন এর প্রাথমিক ভিত্তি গঠনের জন্য প্রধান উপকরণ।পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের বেড়ে ওঠা এবং বৃদ্ধি ও বিকাশের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বহু ক্ষেত্রেই সমাজ নির্দেশিত নীতি-নিয়ম, মূল্যবোধগুলো শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত হয় এবং এই পাঠ্যপুস্তক এর সাহায্যে শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ঐতিহ্যগতভাবে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক। ভারত সরকারের Ministry of education and social welfare এর অধীনে ভারতীয় নারীদের অবস্থা সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট toward equality 1974 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতবর্ষে প্রথম লিঙ্গসাম্য বিষয়টির পালে হাওয়া লাগে। NPE 1986 তে বলা হয় শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনোরকম বিভেদ-বঞ্চনা করা যাবে না।

দেশ থেকে লিঙ্গ-বৈষম্যকে দূরীভূত করাই হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে উন্নয়নশীল ভারতবর্ষের অন্যতম লক্ষ্য। যে স্থানে সমস্ত লিঙ্গের মানুষকে সমানভাবে উপস্থাপন করা হবে। তাই পাঠ্যপুস্তকে লিঙ্গ সাম্য উপস্থাপন করা গেলে তবেই শিশু শিক্ষার্থীদের বিকাশের সময় লিঙ্গ সংক্রান্ত কোন ভান্ত ধারণা জন্ম নেবে না।

খ. উদ্দেশ্য

গবেষণাপত্রটির উদ্দেশ্যগুলি হল

- পাঠ্যপুস্তক এর মধ্যে বিষয়বস্তু বর্ণনা সময় ভাষাভিত্তিক লিঙ্গবৈষম্যের পর্যালোচনা করা।
- পাঠ্যপুস্তকের চিত্রের মধ্যে লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্যতা পরিমাপ করা।
- অনুশীলনীতে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যতা পর্যালোচনা করা।
- লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব দূরীকরণ করবার উপায় আলোচনা করা।

গ. পাঠ্য পুস্তকটির সাধারণ তথ্য

গবেষণার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দ্বারা প্রকাশিত বাংলা ভাষায় রচিত সপ্তম শ্রেণির অতীত ঐতিহ্য নামক ইতিহাস পুস্তকটি নির্বাচন করা হয়েছে। পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে ডিসেম্বর ২০১৭ সালে। লিঙ্গ পক্ষপাতিত্বে দৃষ্টিতে দেখতে গেলে পুস্তকটির প্রচ্ছদে নারী চরিত্রের ২টি মূতি অঙ্কিত আছে। এছাড়াও কীছু স্থাপত্যচিত্রও অঙ্কিত আছে ভিতরের মলাটে, ভিতরের মলাটে একটি কম্পাসের ছবি আছে, যার ফলে বলা যায় ভিতরে চিত্রটি লিঙ্গনিরপেক্ষ।

ঘ. বিশ্লেষণ

১.প্রথম অধ্যায় — ইতিহাসের ধারণা

১.১.বিষয়বস্তু

- অধ্যায়টিতে ইতিহাসের উপাদান,আদি মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যাযটির পৃষ্টা সংখ্যা ১—৬ পাতা।

১.২.লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা

- সম্রাট,রাজা,ঐতিহাসিক প্রভৃতি পুরুষ বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। মহিলার উদ্দেশ্যে কোন বিশেষণ এখানে ব্যবহার হয়নি।
- এই অধ্যায়ে কিছু পুরুষ চরিত্রের নাম উল্লেখিত আছে, যথা–ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজি, শাহজাহান। অধ্যায়টিতে কোন নারী চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়নি।
- অধ্যায়টিতে বেশিরভাগই তথ্য লক্ষ্য করা গেছে। যেমন অধ্যায়টিতে ঐতিহাসিক গ্রন্থ, মূর্তি ,অঞ্চল এসবের নাম উল্লেখ আছে।

১.৩.ছবির বিশ্লেষণ

প্রথম অধ্যায়টিতে একটিমাত্র চিত্র আছে যা প্রত্যেকটি পাতায় আমরা লক্ষ্য করতে পারি। এটি একটি স্থাপত্য চিত্র। এই অধ্যায়টিতে কোন নারী কিংবা পুরুষ এর চিত্র আমরা দেখতে পাইনি তাই বলা যেতে পারে যে অধ্যায়টি চিত্রের দিক দিয়ে লিঙ্গ নিরপেক্ষ।

১.৪.অনুশীলনী

অধ্যায়টিতে লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব না থাকলেও যতটুকু নিয়ে অংশের লিঙ্গ উল্লিখিত আছে তার সবটাই পুরুষ প্রাধান্য দেখানো হয়েছে। কোন জায়গায় কোন নারীর উল্লেখ নেই।

২.দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা

২.১.বিষয়বস্তু

- উক্ত অধ্যায়টিতে প্রাচীন বাংলার শাসকদের নিয়েও তাদের রাজত্বকাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬-২৪।
- এই অধ্যায়টিতে বাংলা রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকাল, পাল ও সেন বংশের রাজা ও তাদের রাজত্বকাল, আঞ্চলিক শক্তির উত্থান এবং চোল রাজাদের কথা অধ্যায়টিতে আলোচনা করা হয়েছে।
- অধ্যায়টিতে ভারতে ইসলামের আবির্ভাব ও ইসলামী শাসকদের শাসনকাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২.২.লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা

- এই অধ্যায়টিতে কোন নারী চরিত্রের উল্লেখ নেই। তবে এই অধ্যায়টিতে আমরা কতগুলি নদীর নাম পেয়েছি যেমন- গঙ্গা, পদ্মা, গোদাবরী, কাবেরী ইত্যাদি। এগুলিকে আমরা নদ বলি না নদী বলি তাই বলা যেতে পারে যে অধ্যায়টিতে নারী চরিত্র না থাকলেও নারীর বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে।
- অধ্যায়টিতে আমরা সাত আট জনের অধিক পুরুষের কথা বলা হয়েছে। বেশ কিছু পুরুষ চরিত্র চিহ্নিতকারী বিশেষণও ব্যবহার করা হয়েছে যেমন-খলিফা, রাজা ইত্যাদি। এই অধ্যায়টিতে একটি অংশে ধর্মের কথা বলা হয়েছে যেখানে শুধুমাত্র দেবতাদের কথা উল্লেখ আছে কোন দেবীর বর্ণনা সেখানে নেই।

২.৩.বিশ্লেষণ

- অধ্যায়টিতে তিনটি চিত্র এবং দুটি ম্যাপ ব্যবহার করা হয়েছে।
- যে চিত্রগুলি ব্যবহার করা হয়েছে সেই চিত্র গুলির মধ্য একটিও নারী চরিত্র নয়। তবে সম্পূর্ণভাবে যে পুরুষ চিত্র আছে সেটাও বলা ঠিক হবে না তার কারণ হচ্ছে এই অধ্যায়টিতে একটি মুদ্রার চিত্র আছে যার মধ্যে পুরুষ মূর্তি অঙ্কিত আছে।

২.৪.অনুশীলনী

অধ্যায়টিতে কোন নারী চরিত্রের উল্লেখ নেই, তাই অনুশীলনীর কোনো প্রশ্নতে কোন নারী চরিত্রের উল্লেখ আমরা দেখতে পাইনি।

৩.অধ্যায়ঃভারতের সমাজ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কয়েকটি ধারা

৩.১.বিষয়বস্তু

ভারতের সামন্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে। বাংলার সমাজও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যাযটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫-২৪ পাতা।

৩.২.লিঙ্গভিত্তিক পর্যালোচনা

- যেখানে সমাজের পুরুষের যে প্রাধান্য ছিল এই ব্যাপারটাকে খুব বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বর্ণনা এখানে করা। এই অধ্যায়টি নালন্দা, বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং বিদ্যালয়গুলিতে নিযুক্ত শিক্ষকদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টিতে একাধিক পুরুষের নাম ও তুলে ধরা হয়েছে যেমন—অতীশ দীপঙ্কর, সন্ধ্যাকর নন্দী।
- উক্ত অধ্যায়টিতে পাল যুগের ধর্মের কথা আলোচনা করতে গিয়ে অনেক দেবতাদের সাথে কিছু দেবীদের নাম ও পাওয়া গেছে যেমন-গঙ্গা, যমুনা, মাতৃকা।

৩.৩.চিত্র বিশ্লেষণ

- অধ্যায়টিতে সামন্ততন্ত্রকে বর্ণনা করার জন্য একটি ত্রিভুজের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে পুরুষের চিত্র বিদ্যমান। এছাড়াও তিব্বতের একটি বৌদ্ধ গুম্ফা আঁকা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এর প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে।
- অধ্যায়টির একটি চিত্রে অনেক দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। এই মুহূর্তে গুলির মধ্যে দুটি হচ্ছে পুরুষ মূর্তি এবং দুটি দেবী মূর্তি আছে, এবং একটি উমা মহেশ্বর এর মূর্তির ছবি ও এর মধ্যে আছে।
- এছাড়াও এই অধ্যায়টি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় এর চিত্র বিদ্যমান।

৩.৪.অনুশীলনী

উক্ত অধ্যায়টির অনুশীলনীতে কোথাও নারী সম্বন্ধিত কোন প্রশ্নের উল্লেখ নেই।

৪.অধ্যায়: দিল্লি সুলতানি (তুর্ক-আফগান শাসন)

৪.১.বিষয়বস্তু

উক্ত অধ্যায়টিতে ভারতের সুলতানি শাসন কাল বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টির পৃষ্টা সংখ্যা ৪৩—৬৮ পাতা।

৪.২. লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা

- অধ্যায়টিতে সুলতানি আমলে সুলতানা রাজিয়ার কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আছে। যেখানে দেখানো হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কখনই একটি নারীর অধীনে থাকতে রাজি হয়নি। তবে এতে সুলতানা রাজিয়া হার মানেননি বরণ সমস্ত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে তিনি সমাজের সঙ্গে লড়ে নিজের আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।
- অধ্যায়টি তে বেশকিছু শাসকদের শাসনকালের বর্ণনা আছে। যেমন-গিয়াসউদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খলজি, মুহাম্মদ বিন তুঘলক, ফিরোজ শাহ তুঘলক। এছাড়াও উক্ত অধ্যায়টিতে হোসেন শাহী ও ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকাল সম্পর্কে আলোচনা করা আছে।

৪.৩.চিত্র বিশ্লেষণ

অধ্যায়টি দিয়ে পাঁচটি ম্যাপ এর চিত্র আছে, পানিপথের প্রথম যুদ্ধে চিত্র আছে, এবং শ্রীচৈতন্যের একটি চিত্র অঙ্কিত আছে। অধ্যায়টিতে কোন নারী চিত্র অঙ্কিত নেই।

৪.৪.অনুশীলনী

এই অধ্যায়টির মধ্যে যেহেতু নারী চরিত্র উল্লেখ আছে সেহেতু অনুশীলনীতে ও নারীর উল্লেখ আছে।

৫.পঞ্চম অধ্যায়—মুঘল সাম্রাজ্য

৫.১. বিষয় বস্তু

অধ্যায়টিতে মুঘল সাম্রাজ্যের কথা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে অধ্যায়টিতে মুঘল সম্রাটদের শাসনকাল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে। পূর্ব অধ্যায় গুলির মত এই অধ্যায়টি দেও পুরুষদের কর্তৃত্ব, তাদের অবদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা আছে। অধ্যায়টির পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ৯৯-১১২ পাতা।

৫. ২. লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা

- অধ্যায়টিতে পুরুষ চিহ্নিত কিছু বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন-রাজা, বাদশা। এবং নারী চিহ্নিত কিছু বিশেষণও ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন-মেয়ে, স্ত্রী।
- এই অধ্যায়টিতে নারীদের কথা খুব সামান্য পরিমাণে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে নারীদেরকে দুই পরিবার বা দুই সম্প্রদায়ের মেলবন্ধনে সূত্র হিসেবে সেই সময় কালে ব্যবহার করা হতো।

৫.৩.চিত্র বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়টিতে যতগুলি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সেগুলি সবগুলোই পুরুষ চিত্র।

৫.৪.অনুশীলনী ও পৃষ্ঠা সংখ্যা

উক্ত অধ্যায়টির অনুশীলনীতে কোথাও কোনো নারী ভিত্তিক কোন প্রশ্ন দেওয়া নেই সমস্ত প্রশ্নই পুরুষকেন্দ্রিক।

৬.ষষ্ঠ অধ্যায়—নগর বণিক ও বাণিজ্য

৬.১বিষয়বস্তু

এই অধ্যায়টিতে সুলতানি ও মুঘল আমলের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিভাবে সেইসময়কার পুরুষেরা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির পৃষ্টা সংখ্যা হল ৯৯-১১২ পাতা।

৬.২.লিঙ্গভিত্তিক পর্যালোচনা

অধ্যায়টিতে পুরুষ চিহ্নিত কতগুলি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন দালাল ও বণিক। কোনো নারী বিশেষন ব্যবহার করা হয়নি।

৬.৩.চিত্র বিশ্লেষণ

উক্ত অধ্যায়টিতে কোনো নারী চিত্র অঙ্কিত নেই, যতগুলি চিত্র আছে সবগুলোই পুরুষ চিত্র।

৬.৪.অনুশীলনী

উক্ত অধ্যায়ের অনুশীলনির কোন নারী চরিত্রের উল্লেখ নেই।

৭.সপ্তম অধ্যায়—জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি

৭.১.বিষয়বস্তু

উক্ত অধ্যায়টিতে সুলতানি আমলে জীবনযাত্রা সে সময়কার সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য বর্ণিত আছে। অধ্যায়টির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১৩-১৫৮ পাতা।

৭.২.লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণ

অধ্যায়টিতে সেই সময় পুরুষ এবং নারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার কথা বলা হয়েছে আবার একই সঙ্গে নারীদের পর্দা প্রথার প্রচলন না থাকার কথা এই অধ্যায়ে দিতে বলা হয়েছে। অধ্যায়টিতে ভক্তিবাদ এবং সুফিবাদ আলোচনা করতে গিয়ে যেমন ভক্তিবাদের সাধকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তেমনি মীরাবাঈ এর কথা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা আছে। এছাড়াও এই অধ্যায়ে দিতে বাংলা সাহিত্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও অন্যান্য দেবীদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

৭.৩.চিত্র বিশ্লেষণ

অধ্যায়টিতে চৌদ্দটি পুরুষ চিত্র এবং দুটি নারী চিত্র অঙ্কিত আছে।

৭.৪.অনুশীলনী

উক্ত অধ্যায়টি অনুশীলনীতে একটা দুটো প্রশ্নে নারীর উল্লেখ আছে।

৮.অষ্টম অধ্যায়ের মুঘল সাম্রাজ্যের

৮.১.বিষয়বস্তু

পূর্বের অধ্যায় গুলির মধ্য এই অধ্যায়টিতে ও নারী চরিত্রের কোন বর্ণনা নেই শুধুমাত্র পুরুষদের বীরত্বের কথা এবং দুই শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা এই অধ্যায়টি তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায়টির পৃষ্ঠাসংখ্যা হল ১৫৯-১৬৮ পাতা।

৮.২.ছবির বিশ্লেষণ

অধ্যায়টিতে একটিমাত্র চিত্র আছে যেটিতে রাজদরবারের শিবাজীর হামলার ঘটনা অঙ্কিত আছে।

৮.৩.অনুশীলনী

উক্ত অধ্যায়টির অনুশীলনীতে কোন নারী সম্বন্ধিত প্রশ্ন নেই। যতগুলি প্রশ্ন আছে সবগুলোই পুরুষকেন্দ্রিক।

৯.নবম অধ্যায় - আজকের ভারত (সরকার, গণতন্ত্র, ও স্থায়ত্ব শাসন)

৯.১.বিষয়বস্তু

এই অধ্যায়টিকে পুরোপুরিভাবে লিঙ্গনিরপেক্ষ অধ্যায় বলা যেতে পারে। অধ্যারটির পৃষ্টা সংখ্যা ১৬৭-১৭২ পাতা।

৯.২.ছবির বিশ্লেষণ

অধ্যায়টি এইমাত্র চিত্র আছে যেটি একটি পুরুষ চিত্র।

৯.৩.অনুশীলনী

অধ্যায়টির অনুশীলনীতে কোনরকম কোন লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব নেই ।

ঙ. অনুসন্ধিত অংশ

সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক অতীত ঐতিহ্যের বিশ্লেষণ করার পর নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে পুস্তকটির মূল্যায়নে পাওয়া যাচ্ছে—

- পাঠ্য পুস্তকটির অধ্যায় গুলির বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সামগ্রিকভাবে প্রস্তাবটি লিঙ্গ পক্ষপাত দুষ্ট। এই পাঠ্যপুস্তকটিতে পুংলিঙ্গের প্রতি প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে। নারী সম্বন্ধিত কোন কথা এখানে সেরকম ভাবে কয়েকটি অধ্যায়ে ছাড়া উল্লেখ করা হয়নি।
- পাঠ্যপুস্তকটিতে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্য হিসেবে যে তথ্যগুলি নিয়ে ইতিহাস বইটি রচিত হয়েছে সেই তথ্য গুলোর মধ্যে বেশিরভাগই পুরুষদের বীরত্ব, পুরুষের প্রাধান্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে
- এই পাঠ্য পুস্তকটির কোন অধ্যায়তেই নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার দেখানো হয়নি। সবকটি অধ্যায় একটি লিঙ্গের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

- কয়েকটি অধ্যায়টি সামান্য পরিমাণে নারীর কথা উল্লেখ করা আছে কিন্তু বেশিরভাগ অধ্যায় লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট।
- পাঠ্যপুস্তকটিতে যে সমস্ত চিত্র অঙ্কিত আছে তার মধ্যে বেশিরভাগই পুরুষ চিত্র। তাই বলা যেতে পারে পাঠ্যপুস্তকটি লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট।

চ. লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের উপায়

- এই লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের উপায় স্বরূপ পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু পরিবর্তন করা দরকার। পুরুষদের পাশাপাশি সেই সময় নারীদের অবদানগুলিও তুলে ধরতে হবে আরও বেশি করে। নারীদের সম্মান একথাও এই পাঠ্যপুস্তকটি যুক্ত করতে হবে।
- সুলতানী আমলের সমস্থ শাসকদের বর্ণনা দেবার সময় সুলতানা রাজিয়া-র কথা আরও বিস্তারিত ভাবে পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া থাকলে লিঙ্গ পক্ষপাতীত্বের বিষয়টা দূরীকরণ করা সম্ভব হবে।
- মুঘল আমলে এমন কিছু নারীর কথা আমরা পাই যাদের অবদান ছিল যথেষ্ট। যার মধ্যে নূরজাহান ছিলেন একজন। মুঘল আমলে নূরজাহান চক্রের উল্লেখ পাঠ্য পুস্তকে থাকলে পাঠ্যপুস্তকটি পক্ষপাতিত্ব দুষ্ট হত না।
- সুলতানী আমলে নারীদের শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করা হত, যা পাঠ্যপুস্তকে থাকলে নারীদের সম্বন্ধে আরও তথ্য পেত শিক্ষার্থীরা।
- মুঘল আমলে হারেমের মেয়েরা নিজেরা জিনিস তৈরী করে তা মিনা বাজারে বিক্রি করত। কিন্তু এর সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাঠ্যপুস্তকে আমরা পাই না।
- সুলতানি ও মুঘল যুগের জীবনযাত্রা বর্ণনা করার সময় সেই যুগে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করলে লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব কম হত।
- ভক্তিবাদ বর্ণনা করার সময় পুরুষ সাধকদের ভূমিকার সাথে মহিলা সাধক মীরাবাঈ-এর প্রসঙ্গ আরো বিস্তারিত থাকলে ভালো হত।
- চিত্রকলায় মুঘল নারীদের অবদান যথেষ্ট পরিমানে আছে। এই বিষয়টি যদি পাঠ্যপুস্তকে যুক্ত করা যায় তাহলে লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব দূর করা যাবে।
- মুঘল আমলে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নারীদের অবদান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে গুলবদন বেগমের লেখা হুমায়ুন নামা। এই সমস্ত তথ্য পাঠ্যপুস্তকে থাকলে তা যথোপযুক্ত হত।

উপরিউক্ত বিষয় গুলি পাঠ্যপুস্তকে অন্তরভুক্ত করা গেলে পাঠ্যপুস্তকের লিঙ্গ বৈষম্যতা দূর করা সম্ভব।

ছ. উপসংহার

সমগ্র পাঠ্যপুস্তকটিতে লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব বিদ্যমান। কিছু তথ্য নারীদের ব্যাপারে থাকলে হয়তো পাঠ্যপুস্তকটি আরো ভালো ভাবে পরিপূর্ণ হতো। পাঠ্য পুস্তকটির মধ্যে নারী চরিত্র কে সেরকম ভাবে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং সেই সময়কার নারীদের অবস্থা সম্পর্কেও কোন কিছু তুলে ধরা হয়নি। পাঠ্যপুস্তকে যদি সেই সময়কার নারীদের অবদান বা সেই সময়কার নারীদের সমাজের অবস্থা এই সমস্ত ব্যাপারে যদি কিছু তথ্য উপস্থিত থাকতো তাহলে হয়তো ছাত্র-ছাত্রীদের শিখনের

মানসিকতার অনেকটাই পরিবর্তন হত। যেটি হয়তো লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে কিছুটা হলেও সাহায্য করত। পাঠ্য পুস্তকটির পুনর্মূল্যায়ন করার পর এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে শুধুমাত্র সমাজেই নয় এমনকি পাঠ্যপুস্তক এর মধ্যেও লিঙ্গবৈষম্য বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জি

১. চাটার্জী, ন (২০১৭), অতীত ও ঐতিহ্য, ষষ্ঠ প্রকাশ, কলকাতা, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

২. ভট্টাচার্য্য, অ (২০১৯-২০),বি. এড প্রাক্টিকাম (4th সেমিস্টার), কলকাতা, রীতা পাবলিকেশন।

৩. Baldwin, P., & Baldwin, D. (1992). The portrayal of women in classroom Textbooks. Canadian Social Studies, 26(3), 110-114.

৪. Carlson, M. (2007). Images and values in textbook and practice: Language Courses for immigrants in Sweden.

৫. Connolly, J. (1993). Gender balanced geography: have we got it right yet?Teaching Geography, 18(2), 61 -64.

৬. Datta, L. (2020). Critical analysis of gender representation in English textbooks.Shodh Sanchar Bulletin, 10(37, II), 177-182.

৭. Gender inequality in India. (2013). Retrieved July 8th, 2020, from https://En.wikipedia.org/wiki/Gender_inequality_in_India

৮. Jassey, I. A. (1998). Gender in elementary school texts. Japan Quarterly, 45, 87-93

৯. Kakar (1971) 'The theme of authority in social relations in India. The Journal of Social Psychology, 84, 93-101.

১০. Kumar, K. (1989). Social character of learning- study of educational texts, pp 13-22.

১১. Lesikin, I. (2001). Determining social prominence: a methodology for Uncovering gender bias in ESL textbooks. In D. R. Hall & A. Hewing (Eds), Innovation in English Language Teaching (pp.275-282).

১২. NCERT (2020). Fundamental of human geography. Retrieved on June 5, 2020 From http://ncert.nic.in/textbook/textbook.htm?legy1=0-10

১৩. Osler, A. (1995). Does the national curriculum bring us any closer to a gender Balanced history? Teaching History, 79, 21-24.